পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১৪৪৪ হিজরি

০৯ অক্টোবর ২০২২

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র (পিআইডি) ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহ'কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল 'সিরাজাম মুনিরা' তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। তাঁর আদর্শ ও বিচক্ষণতা বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে সংঘাত- সংঘর্ষ নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণ সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারি হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' ছিল মহানবী (সা.) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন!

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমান্বিত জন্ম দিবস তথা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য বিশেষ রহমতস্বরূপ এবং ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মহানবী (সা.) এর জীবনের চরম ও পরম আদর্শ।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে বিশ্বমানব লাভ করেছে কল্যাণময় হিদায়েত, মানবিক মূল্যবোধ ও অনুপম জীবন ব্যবস্থার সন্ধান। তাঁর আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান, অতুলনীয় উদারতা, ভারসাম্যপূর্ণ নীতি এবং সামগ্রিক কল্যাণ ভাবনা মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন, 'লাক্বাদ কা-না লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসানাহ'- অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

মহানবী (সা.) এবং সাহাবাগণের অনুপম শিক্ষা ও আদর্শেই নিহিত আছে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের প্রত্যেককে গড়ে তুলেন গোটা বিশ্ববাসীর হিদায়েতের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে। ইসলামের অনুশাসন আর মহান আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। আজকের এই বিভক্ত ও সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীতে নবী করীম (সা.) এর আদর্শ, শিক্ষা ও জীবনাচরণ অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবারের মতো এবারও পক্ষকালব্যাপী মহতি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এসব তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহব্বত দান করুন। তাঁর সুন্নতের অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো:ফরিদুল হক খান, এমপি)

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাণী

আজ পবিত্র ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৪ হিজরি। আজকের এ দিনেই মানব জাতির মুক্তির দিশারি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ পৃথিবীতে আগমন করেন। এ দিনেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় এ দিনটি পৃথিবীতে তাঁর আগমন ও প্রস্থানের দিন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) এর এ শুভক্ষণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানব জাতির জন্য উত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অনুপম আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ভালো ও কল্যাণকর প্রতিটি কাজের জন্য তিনি হলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর অনুসরণীয় চরিত্র মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিত্বের বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আল আহযাব, আয়াত : ২১)।

আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান সময়ে তাঁর আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে শান্তিময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালনের এ আনন্দঘন মূহূর্তে আমরা স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যিনি ১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনের শুভ সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন করে আসছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি উপলক্ষ্যে এ বছরও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে ওয়াজ মাহফিল, হামদ-নাত, ক্বিরাত মাহফিল, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, আরবি খুতবা লিখন প্রতিযোগিতা, জাতির পিতার সমাধি কমপ্লেক্সে পবিত্র কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় মহানবী (সা.) এর জীবন ও কর্মের ওপর সপ্তাহব্যাপী সেমিনার, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্মরণিকা ও জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং ইসলামি বইমেলা আয়োজন ইত্যাদি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয়, জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতেও এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় সকলের উপস্থিতি কামনা করছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচি কবুল করুন। একই সঙ্গে প্রিয়নবী (সা.) এর জীবন ও আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

জয় বাংলা।

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা.)

হাফেজ মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন । দরুদ ও সালাম নিবেদন করছি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যিনি মানব জাতির যাবতীয় উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য ও রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'হে নবী আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে জিন ও মানব জাতি উভয়ের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন- 'হে রাসূল আপনি ঘোষণা দেন যে আমি সকলের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত' (সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৮)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরো বলেন-'সমস্ত মানুষকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে আপনাকে পাঠিয়েছি' (সূরা সাবা, আয়াত ২৮)।

মহান আল্লাহর উপরোক্ত বাণী থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন কুল মাখলুকাতের জন্য রহমতের আধার স্বরূপ।

রাসূল (সা.) আল্লাহর নির্দেশাবলী পালনের কারনে এবং রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে গোটা সৃষ্টিকূলের জন্য রহমত স্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর (সা.) রেসালাতকে পরিপূর্ণ মান্য করবে সে পরিপূর্ণ রহমত প্রাপ্ত হবে। জান্নাতে প্রবেশ করবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর এটা বলাই বাহুল্য, গোটা জগতের জন্য যিনি রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশিত পথেই রহমত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন- 'রাসূল এর জীবন আদর্শের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ' (সূরা আহযাব, আয়াত: ২১)

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগেও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মহানবী (সা.) এর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ওহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূল (সা.) এর মাথায় লোহার হেলমেটের কড়ি ঢুকে যায়। তারপরও তিনি যারা এ ঘৃণ্য কাজ করেছিল তাদের জন্য কোন বদদোয়া করেননি, বরং বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তারা বোঝেনা, অবুঝ তাই এটা করেছে, আপনি আমার এই অবুঝ কওমকে হেদায়েত দান করুন'। কতটুকু কোমল হৃদয়ের অধিকারী হলে পরে মৃত্যুর মুখেও হেদায়েতের দোয়া করা যায় তাঁর একমাত্র ও অনন্য নজির প্রিয় নবী (সা.)। মহানবী (সা.) এর কোমল হৃদয়ের বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হলে তিনি তুলনামূলক সহজটি গ্রহণ করতেন। (বুখারি, মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রেও নরম ও কোমল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যখন হযরত মুয়াজ (রা.) ও হযরত আবু মুসা আশআরিকে (রা.) দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়েমেন পাঠালেন তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা লোকদের প্রতি কোমলতাপূর্ণ আচরণ করবে, কঠোরতা করবেনা। (বুখারি)।

কোমল আচরণ কল্যাণের একটি নিদর্শন। মহানবী (সা.) বলেন, কোমলতা যে জিনিসের মধ্যে থাকে সে জিনিসকে আরো সুন্দর করে তোলে। (মুসলিম)।

একজন মুসলমানের উচিত নয় আরেক জন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। একদা হযরত আবু দারদা (রা.) লক্ষ্য করলেন একজন মানুষকে সবাই তিরষ্কার করছে তখন হযরত আবু দারদা (রা.) জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তিরষ্কৃত ব্যক্তিটি যদি কূপের ভিতরে পতিত হতো তাহলে কি তোমরা তুলতে না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ তুলতাম। তখন আবু দারদা বললেন, তাকে তিরষ্কার করোনা, বরং প্রশংসা করো। যিনি তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে হেফাজত করেছেন।

পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তি তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী, মতবাদ ও আদর্শের কারণে মানব জাতির নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের গুণাবলী ও মতবাদ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভব হয়। নিজস্ব চিন্তা- চেতনা থেকে উদ্ভাবিত চারিত্রিক গুণাবলী, মতবাদ ও আদর্শ এক সময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বেমালুম মানুষ তা ভুলেও যায়। পক্ষান্তরে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ পাক এরূপ অনুপম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন মানুষ তাঁর অনুপম চারিত্রিক আদর্শ গ্রহণ করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। আর ঈমানদার মুসলিমগণ তাঁর আদর্শে আদর্শবান হলে শুধুমাত্র পরকালে নয়; বরং ইহকালেও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলবো, একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুপম চারিত্রিক আদর্শ গ্রহণ করে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ও গভর্নর, বোর্ড অভ গভর্নরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বালাগাল উ'লা বি-কামালিহী কাশাফাদ্দুজা বি-জামালিহী

আল্লামা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ

হাবীবে খোদা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন হচ্ছে ইনসানে কামিল বা মানবতার পরিপূর্ণ রূপায়ন। সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ, এর তুলনা কখনো সম্ভব নয়। মানুষের কল্যাণকামীতায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর মন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ের সারাটা জুড়েই ছিল সমস্ত সৃষ্টির প্রতি খায়ের-খাহীর ব্যঞ্জনায় আপ্লুত। মানুষের দুঃখে ব্যথা পেতেন নিজের চেয়েও বেশী। কি বিপুল আকুলতায় অতিন্দ্রিয় মনের আবেগ তাড়নায় জীবনের সব আকাঙ্খা চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রীভূত করেছিলেন কল্যাণকামীতাকে ঘিরেই। কি করে সকলের কল্যাণ হবে, উচ্ছল হয়ে উঠবে সকলের হামেশার জিন্দেগী, হিদায়াতে অভিষিক্ত হয়ে উঠবে জীবন কানায় কানায়, আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে উঠবে সকলেই, এর জন্যই মাঠে মাঠে মরু বিয়াবানে-'উকাজ' বাজারের গলিতে গলিতে দেখা গেছে তাঁকে। এমনকি তাঁর প্রবল আকুতির জোয়ারের মাঝে আল্লাহ তাআলা স্নেহার্দ্র ইতাব করেছেন। বলেছেন, 'লায়াল্লাকা বাখিউন নাফসাকা', আপনার জান কি হালাক করে দিবেন হে রাসূল! কেন এরা হেদায়াত গ্রহণ করছেনা এই দুঃখে।

সারা আলমের রহমতের ধারা বইত তাঁর সব কিছুতেই। তাঁর চাওয়া ছিল রহমত, উঠা বসা ছিল রহমত, কথা ছিল রহমত, ধরা ছিল রহমত। কারণ তিনি তো ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর আশ্রয়ে নির্মম শত্রুও পেত সুশান্ত আশ্বাস। কাছে আসলেই হতাশামুক্ত বিমল প্রশান্তির অনুভূতিতে ভরে উঠতো সকলের মন। তাঁর মাঝেই ছিল জীবনের নয়া অর্থ।

আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি হিজরতের মতো কঠিনতম সময়েও কেবল ঘাতক কুরাইশদের আমানত পৌঁছে দেয়ার জন্যই প্রিয়তম ভাই হযরত আলী রা. কে জীবনের ঝুকিঁর মাঝেও রেখে যাচ্ছেন ঘরে। আমরা হলে ইসলামের নামে কি করে এ আমানত আত্মসাত করা যায় এর হাজারো অজুহাত খুঁজতাম। মালে গনীমত হিসেবে অনেকের পকেটস্থ হতো তা। হয়তো এটাই মনে করতাম কাফেরদের হাতে এ সম্পদ পৌঁছলে তারা কুফুরীর কাজে ব্যয় করবে। সুতরাং ইসলামের কাজে ব্যয়ের জন্য এগুলি আমার সাথেই নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু নবীজীতো ছিলেন বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত। কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আমাদেরকে দেখিয়ে গেলেন ইসলাম অত্যন্ত সহজ ও সরল উপলব্ধির নাম। খোড়া অজুহাত তোলার অবকাশ নেই এতে।

মানবতার এমন কোন রূপ নেই যার শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম নমুনা ছিলেন না তিনি। প্রেম, ভালোবাসা, উদারতা, সাহসিকতা, নেতৃত্ব, সততা, সত্যবাদিতা, সরলতা, নিরাড়ম্বতা এমন কোন গুণ নেই যার পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর মাঝে ছিল না। গুণ ও রূপ সৌন্দর্যের যে কোন আঙ্গিকেই তাঁর জীবনকে পর্যালোচনা করা যায় না কেন, সেখানেই পাওয়া যায় পূর্ণতম বিকাশ। তায়েফের কঠিন অবস্থার মুহূর্তে তিনি যেমন ছিলেন উসওয়াতুন হাসানার উচ্চতম শিখরে, মদীনার খেজুর পাতায় ছাওয়া শান্ত গৃহ কোণেও তাঁর আসন ছিল সেইখানেই। দারিদ্র্য পীড়িত, শোষিত, নির্যাতিত আর্ত বিক্ষুব্ধ মানুষ তাঁকে পেয়েছিল সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপেই। সমাজের নীচতা ও হীনতায় তিনি ব্যথিত ছিলেন কিন্তু সমাজ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। সবকিছুর সামনে তাঁর জন্মগত প্রজ্ঞা ও পবিত্রতায় ছিলেন অটল দাঁড়িয়ে।

আজকের হানাহানি, সংঘাতময় পৃথিবীর অশান্ত মানব সমাজ খুঁজে ফিরছে একটি আশ্রয়কেই। আজকে কারো কাছে গিয়ে কোন আদর্শে তৃপ্তি পাচ্ছে না, ভরসা পাচ্ছে না কেউ। যেখানেই যায় অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণ হলকার তোড়ে ছিটকে পড়তে যাচ্ছে। সবখানে হিংসা, বিদ্বেষ, চক্রান্ত, রেষারেষি ও অশান্তির আবহ। আস্থা আনতে পারছে না কোথাও। আজ চাই 'উসওয়াতুন হাসানা' মায়াময় স্মিত হাসি, যাঁর কাছে জুড়াবে এই মন, এই প্রাণ, আস্থার পেলব সুখময়তায় জুড়াবে সকল তাপ। গড়ে উঠবে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ। আজ সেই জাত কই? সেই মহানতম সত্তা কই? দিকে দিকে তাঁরই একান্ত প্রয়োজন।

লেখক : গ্রান্ড ইমাম, শোলাকিয়া ঈদগাহ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম এবং ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহ্কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 'রাহমাতুল্লিল আ'লামীন' তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে। নবী করিম (সা.)- কে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান 'মদিনা সনদ'। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)- এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অন্যন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষদের যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষদের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মহানবী (সা.)- এর শান্তিপূর্ণ 'মক্কা বিজয়' মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.)- কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ।

করোনা মহামারিসহ আজকের দ্বন্দ্ব -সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। তাই ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয়।

আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)- এর এই দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন- আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বার্তা

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিবস। মানবতার মুক্তির দিশারি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বিশ্ব মানবতার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা' আলার অসীম রহমত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী', সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত' ও 'সর্বোত্তম আদর্শ' উল্লেখ করে সকলের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মহানবী (সা.) মানবজাতির জন্য পরমতসহিষ্ণুতা, ভাতৃত্ববোধ, শান্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার ও কল্যাণের শাশ্বত জীবনাদর্শ রেখে গেছেন।

ইসলাম প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা সাফল্যমণ্ডিত হোক-এই কামনা করছি।

জয় বাংলা।

(কাজী এনামুল হাসান এনডিসি)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুপম অবয়ব ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছিলেন অপূর্ব কান্তিময় চেহারার অনুপম এক ব্যক্তিত্ব। উজ্জ্বল কান্তি, প্রফুল্ল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠদ্বয় গোলাপ পাপড়ির মতো, প্রথম দর্শনেই মনে হতো সেই ওষ্ঠ দু'টোতে যেন এক পোঁচ গোলাপী আভা বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। দন্তরাজি মুক্তোর ন্যায় উজ্জ্বল, কথা বলার সময় জ্বলজ্বল করতো। গায়ের রং দুধে-আলতা মেশানো। নাসিকা ছিলো ঈগল চঞ্চুর মতো । ভরাট চোয়াল, উচ্চ গ্রীবা, নিবিড় ঘন শত্রু। তিনি ছিলেন নাতিদীর্ঘ, নাতি খর্ব-মধ্যম আকৃতির মানুষ। শরীর যেমন স্থুল ছিলো না, তেমনি কৃশও ছিলো না। সমানুপাতিক চমৎকারিত্বে তাঁর অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিলো অপরূপ। কোথাও মেদের বাহুল্য নেই, উদরে স্ফীতি নেই, কেশরাজি স্বতঃকুঞ্চিত, দীর্ঘ ঘন সন্নিবেশিত, মস্তকাবৃত। সুন্দর, সুদর্শন, সুবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ নয়নযুগল, প্রকৃতি যেন নিজেই কাজল দিয়ে রেখেছে। ভ্রূযুগল নাতিসূক্ষ্ম পরস্পর সংযোজিত। কেবল হালকা লোম তাদের পৃথক করে রেখেছে। আঁখিপল্লবের প্রান্তদেশ ধারালো। বাহু দুটি মাংসল, সুগঠিত, সাধারণের তুলনায় একটু বেশি লম্বা জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত। পায়ের গোছা সুগঠিত, সামান্য বাঁকানো। হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি সোজাভাবে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলতেন। মনে হতো যেন কিছুটা উঁচু ভূমি থেকে নিচের দিকে নেমে আসছেন। কোথাও দাঁড়ালে মনে হতো আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। মৌনাবলম্বন করলে তার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবের অভিব্যক্তি ঘটতো, কথা বললে শ্রোতার মনপ্রাণ বিমোহিত হয়ে পড়তো। দূর থেকে দেখলে কেমন মোহন, কেমন মনোমুগ্ধকর রূপরাশি। নিকটে আসলে কত মধুর, কত শান্ত স্মিত খুশি ছড়ানো সেই অনুপম সুন্দর প্রকৃতি। তাঁকে দেখলে মনে হতো চিন্তাশীল, ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, কিন্তু আনন্দময়। তিনি হাসতেন, সে হাসি কখনো মুচকি হাসির সীমা ছাড়িয়ে যেতো না। তার ভাষা ছিলো অতি মিষ্ট ও প্রাঞ্জল । উচ্চারণে একটুও ত্রুটি নেই, কোন অতিরক্ততা নেই, বাক্যগুলো যেন মুক্তোর হার। ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন সকল শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। -"শামায়েলুন নবী' গ্রন্থ অবলম্বনে।